মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের পরিবারকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বানানো হয়েছে এমন অভিযোগে গাংনীতে সংবাদ সম্মেলন

মনগড়া, বানোয়াট, ভিত্তিহিন, ষড়যন্ত্রমূলক, মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের পরিবারকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বানানো হয়েছে এমন অভিযোগে মেহেরপুরের গাংনীতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মকলেছুর রহমানের (মকুল) ও তার পরিবার।

বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক রফিকুর রশিদ তার ‘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মেহেরপুর জেলা’ বইটিতে মুকুলের পিতা আব্দুল মান্নানকে শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সাত দিনের মধ্যে এ বই থেকে নাম প্রত্যাহার করে লেখককে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আইনী নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার সকালে গাংনী থানা রোডস্থ নিজ বাড়িতে এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তার পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত সাংবাদিকদের এ তথ্য লিখিত ভাবে জানানো হয়।

লিখিত বক্তব্যে আব্দুল মান্নানের মেজ ছেলে ধানখোলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান বাবু লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

বক্তব্যে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মেহেরপুর জেলা শিরোনামের বইটি রচনা করেছেন গাংনীর কথা সাহিত্যিক রফিকুর রশিদ রিজভী। বইটির প্রকাশক ওসমান গনি।

গতিধারা প্রকাশনী থেকে বইটি প্রথম প্রকাশিত ২০০৭ সালে। এ বইয়ে ২৭৬ পাতাতে লিপিবদ্ধ করেন এবং পরিশিষ্ট ঘ ২৮৭ পাতাতে বলা হয়, মেহেরপুর জেলার স্বাধীনতা বিরোধী ব্যাক্তিদের ভূমিকা প্রসঙ্গে। ৬ষ্ঠ লাইনে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে অনেক মানুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এইসব অত্যাচারী বাহিনীতে নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছে।

নিম্নের তালিকায় তাদের নামের পাশে তারকা চিহ্নিত হয়েছে উল্লেখ করে। মেহেরপুর জেলার শান্তি কমিটির সদস্যদের তালিকা মেহেরপুর সদর থানা ক্রঃ নং১-৯৩ পর্যন্ত এবং গাংনী থানা ক্রঃ নং১-১১৫ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন।

গাংনী থানার শান্তি কমিটির সদস্যদের মধ্যে ক্রমিক ৯২ আব্দুল মান্নান, পিতা- এরশাদ আলী, আড়পাড়া উল্লেখ করেছেন। পূনঃ পরিশিষ্টর ৩০৫ পাতাতে ষ্টার চিহ্নিত ব্যাক্তিদের রাজাকার পরিচয় নিয়ে এলাকায় ভিন্নমত আছে উল্লেখ করেছেন।

তারা আরও দাবি করেন কোন যাচাই ব্যতীত, নিজ এলাকার মানুষ হিসেবে শুত্রুতার কারণে অত্র প্রকারে আব্দুল মান্নান এর নাম স্টার চিহ্নিত করে লিখেছেন মুদ্রণ এবং প্রকাশ করে।

এবিষয়ে সরকারী কোন গেজেট বা জেলার সরকারী কোন দপ্তর হতে আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে এধরনের কোন তথ্য প্রকাশ ব্যতীত মিথ্যা তথ্য সম্বলিত বই প্রকাশ করে মানহানি করেছেন।

এই বইয়ের লেখায় প্রয়াত আব্দুল মান্নান পরিবার ব্যক্তি, সামাজিক ও পারিবাড়িক জীবনে সম্মানহানি হয়েছে। অতএব আগামি ৭দিনের মধ্যে বিষয়টি সুরাহা না হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।

সংবাদ সম্মেলনে প্রয়াত আব্দুল মান্নানের বড় ছেলে জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মকলেছুর রহমান মকুলসহ তার পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলন সম্পর্কিত বিষয়ে জানতে চাইলে বইটির লেখক ও তথ্য সংগ্রক রফিকুর রশীদ বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তিতে মুক্তিযুদ্ধ ও মুুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস লিখতে গেলে রাজাকার বা স্বাধীনতা বিরোধীদের কথা না লিখলেই নয়।

বইটি লেখার সময় বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে তথ্য সংগ্রহ করার সময় যা দেখেছি,যা শুনেছি,যা জেনেছি তাই লিখেছি। তবে একটি বিষয় পরিস্কার করেছি পাকবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন থেকে বাঁচতে এবং পরিবারকে রক্ষা করতে রাজাকারদের সাথে মিশে থাকতে বাধ্য হতে হয়েছে এবং তালিকাভুক্ত হতে হয়েছে।

অনেকের সম্পর্কে পক্ষে বিপক্ষে মতামত ও তথ্য থাকায় সে বিষয়েও

উল্লেখ করেছি। কাওকে উদ্দেশ্য করে বা সম্মানহানী করার জন্য বইতে লিপি বদ্ধ করা হয়নি।

তাছাড়া বই থেকে নাম বাদ দেয়া বা সংশোধন দেয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, এটি এমন সহজ বিষয় নয়। কারো আপত্তি থাকলে প্রক্রিয়ার ব্যাপার ,চাপ প্রয়োগ করে সব কিছুর সমাধান চাওয়া উচিৎ নয়। তাছাড়াও ২০০৭ সালে প্রকাশিত বইয়ের বিষয় কিছু ভিন্ন মত থাকলে অনেক আগেই ত জানাতে পারতো কিংবা আইনের আওতায় সাহায্য নিতে পারতো।

মেহেরপুরে যক্ষা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের সেমিনার

মেহেরপুরে যক্ষা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করে জেলা ব্র্যাক অফিস। আজ বুধবার জেলা ব্র্যাকের রিজিওনাল অফিসের সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়কারী ফজলুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী।

জেলা যক্ষা নিয়ন্ত্রণ অফিসের প্রোগ্রাম ওরগানাইজার লোকমান হোসেনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- সিভিল সার্জন কার্যালয়ের চিকিৎসক হূমায়রা আয়শা, জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ আক্তারুজ্জামান, ব্র্যাকের ম্যানেজার মোঃ আবু হানিফ মোরল প্রমুখ। সেমিনারে ইমাম ও শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

১৫ই মার্চ ‘বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস’। দিবসটি উপলক্ষে জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গা ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গার যৌথ আয়োজনে বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাজিয়া আফরিন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণে সকলের সোচ্চার হওয়া উচিৎ। বিভিন্নভাবে প্রতিনিয়ত ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

এ বিষয়ে আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে আমরা যেমন উপকৃত হবো তেমনি উপকৃত হবে সমগ্র দেশের মানুষ।

আলোচনা সভায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর উপর প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় আ.লীগ নেতা নিহত

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাইড ওয়ালের ধাক্কায় মোজাম্মেল হক (৫০) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতা নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন আরও একজন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ বাজারের মদন বাবুর মোড়ের অদূরে মঙ্গলবার (১৫ মার্চ) রাত ৯টার দিকে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোজাম্মেল হক চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার মুক্তিপাড়ার মৃত জুড়ান মন্ডলের ছেলে।

তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌর ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। আহত জাহিদ হোসেন (৪৫) চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার পোস্ট অফিস পাড়ার মৃত শওকত আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, ব্যক্তিগত কাজ শেষে আলমডাঙ্গা থেকে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি চুয়াডাঙ্গায় ফিরছিলেন মোজাম্মেল হক ও জাহিদ হোসেন।

এসময় মুন্সিগঞ্জ বাজারের মদন বাবুর মোড় এলাকায় পৌঁছালে আলমডাঙ্গাগামী একটি ট্রাককে সাইড দিতে দেন তারা। পরে তাদের মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা গাইড ওয়ালে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন তারা।

তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন। সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: আহসানুল হক বলেন, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে হাসপাতালে নেয়ার আগেই মারা যান মোজাম্মেল হক।

আহত জাহিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, নিহতের মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দর্শনায় গৃহবধূকে বালিশ চাপা

দিয়ে হত্যার অভিযোগ : ঘরে লাশ ফেলে রেখে পালিয়েছে স্বামী

চুয়াডাঙ্গার আকন্দবাড়িয়া গ্রামে যুথি খাতুন (২৫) নামে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

গৃহবধূর মৃত্যু নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে রহস্য। তদন্তে মাঠে নেমেছে পুলিশ। ময়না তদন্ত শেষে গ্রামের কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্থানীয় ও পরিবার সসুত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ার তমছেল আলীর মেয়ে যুথি খাতুনের সাথে ৯ বছর পূর্বে পারিবারিক ভাবে শরিয়া মোতাবেক বিয়ে হয় একই গ্রামের ঈদগা পাড়ার দেলবার ফকিরের ছেলে সেলুন ব্যাবসায়ী আব্দুর রহমানের সাথে।

তাদের কোল জুড়ে আসে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান। দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন সময় কলহের সৃস্টি হয়। এরই মধ্যে প্রতিবেশি ইস্রাফিলের মেয়ে প্রিয়ার সাথে রহমান জড়িয়ে পড়ে পরকিয়ায়।

সে পরকিয়া প্রেমিকা প্রিয়ার সাথে প্রায় বছর খানেক পূর্বে দ্বিতীয় বিয়ে করে। দ্বিতীয় বিয়ের কথা জানাজানি হলে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী আব্দুর রহমানের পারিবারিক কলহের সৃস্টি হয়। এ নিয়ে তাকে প্রতিনিয়ত শারিরিক নির্যাতন করতো। এরই এক পর্যায় নির্যাতন সইতে না পেরে যুথি স্বামী গৃহ ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যায়।

দির্ঘদিন প্রথম স্ত্রী জুথি পিতার বাড়ি থাকার পর দ্বিতীয় স্ত্রী প্রিয়াকে তালাক দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে গত ১৫ দিন আগে রহমান তার প্রথম স্ত্রী যুথি খাতুনকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে নেওয়ার পর আবার শুরু হয় নিরব নির্যাতন।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রাত্রে রহমান তার দ্বিতীয় স্ত্রী প্রিয়াকে তার বাড়িতে নিয়ে আসে এবং প্রথম স্ত্রী যুথি খাতুনকে বাহিরে রেখে তার প্রথম পক্ষের একমাত্র ছেলে আপনকে (৭) সাথে নিয়ে রাত্রি যাপন করে।

তাদের এহেন কর্মকান্ডে এলাকাবাসির মনে সন্দেহ সৃস্টি হয়। এলাকাবাসি ও স্বজনদের ধারণা রহমান ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী দু’জন মিলে যুথিকে হত্যার পর তার লাশ ঘরের আড়ায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

তবে পুলিশের বক্তব্য ফরেনসিক রিপোর্ট আসলেই সব রহস্য বেরিয়ে আসবে। তবে নিহতের স্বজনদের অভিযোগ হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামী আত্মগোপনে রয়েছেন।

এ ঘটনায় গ্রামবাসী হত্যাকারী আব্দুর রহমানের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে ফুসে উঠেছে। লাশের ময়না তদন্ত শেষে রাত্র পৌনে ১১টার দিকে গ্রামের কবরস্থানে বেদনা বিধূর পরিবেশে দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

এবিষয়ে দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে । মামলা নং ১৩। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দর্শনা থানা পুলিশ।

সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু ও সাধারন সম্পাদক সহিদুল ইসলাম

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ দেড়যুগ পর দর্শনায় জাকজমক ও শান্তি পূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৮ বছর পর দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় দর্শনা পৌর অডিটোরিয়াম হল রুমের সামনে এ সম্মেলন অনুষ্টিত হয়।

এ সম্মেলনে সভাপতি হয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সাধারন সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু ও সাধারন সম্পাদক হয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম।

দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন বাংলাদেশ আ.লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,বি,এম

মোজাম্মেল হক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিএম মোজাম্মেল হক বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। তাই এই দলকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে দক্ষ এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই।

বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সকলকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি ইঞ্চিতে যে উন্নয়নের রূপরেখা বিদ্যমান তার মূলে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব।

এছাড়াও তিনি বলেন উন্নয়নের স্রোতধারা অব্যাহত রাখতে আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে।

এছাড়াও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আ.লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন বলেন, বাংলাদেশ আ.লীগকে আরো সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে যোগ্য নেতৃত্বের এর কোন বিকল্প নেই তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের দেড় যুগ পর এই কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড আরো গতিশীল এবং বেগবান হবে বলে আমি মনে করি।

পরবর্তীতে সকলের উপস্থিতিতে এবং তৃণমূল নেতাকর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী অনুষ্ঠানের ২য় অধিবেশনে জেলা আ.লীগের সভাপতি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার সেলুন এমপি সভাপতিত্বে এই নতুন কমিটির সভাপতি মাহাফুজুর রহমান মনজু এবং সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম নাম ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আ.লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়ার্দার ছেলুন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সাধারন সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু’র প্রানবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, বাংলাদেশ আ.লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পারভীন জামান কল্পনা, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সসংসদ সসদস্য ও জেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি হাজী আলী আজগার টগর, চুয়াডাঙ্গা জেলা আ.লীগের সাধারন

সম্পাদক আজাদুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা পৌর সভার সাবেক মেয়র ও জেলা আ.লীগের যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ.লীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু, দর্শনা পৌর সভার মেয়র ও পৌর আ.লীগের সভাপতি মতিয়ার রহমান, জীবনগর উপজেলা আ.লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক আব্দুল লতিফ অমল, দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক ও পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস,এ,এম জাকারিয়া আলম।

আলমডাঙ্গায় পূর্বশত্রুতার জেরে মটরশুঁটি গাছ পুড়িয়ে দেবার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বিনোদপুর পূর্বশত্রুতার জের ধরে রাতের আধারে লালন আলির ২২ কাঠা জমির মটরশুঁটি গাছ বিষ দিয়ে পুড়িয়ে দেবার অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনাটি মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ডাউকি ইউনিয়নের বিনোদপুর গ্রামে ঘটেছে। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগের প্রস্তুতি চলছিলো।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনোদপুর গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে লালন আলি। গত কয়েক মাস পূর্বে বিনোদপুর মাঠে ২২ কাঠা জমি লিজ নিয়ে মটরশুঁটি চাষ করে। মটরশুঁটি গাছ গুলো প্রাপ্ত বয়স হয়ে ওঠে। ইতো মধ্যে মটরশুঁটি গাছ গুলোতে ফুল আসতে শুরু করেছে।

গত সোমবার বিকেলে মটরশুঁটি ক্ষেত দেখে আসে লালন। মঙ্গলবার সকালে ওই ক্ষেতে গিয়ে দেখতে পায় গাছ গুলো নুয়ে যায়। এতে লালন লিজকৃত জমি সহ ৫০ হাজার টাকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়েরে প্রস্তুতি চলছিলো।

মহাজনপুর ইউপি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠান

মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের ৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ও কমিটি গঠন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৭ টার সময় কোমরপুর বাজার প্রাঙ্গনে মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ বল্টুর ও উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি সদস্য আরিফ শাহ এর সঞ্চালনায়, সম্মলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল।

ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধক হিসাবে ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযুদ্ধা জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস।

প্রধান বক্তা হিসাবে ছিলেন (সাবেক) জেলা পরিষদের প্রশাসক ও (সাবেক) জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড: মিয়াজান আলী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান।

প্রথম অধিবেশন শেষে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের মতামতের ভিত্তিতে মহাজনপুর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডে সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি ও মোসারফ হোসেন মিন্টুকে সাধারণ সম্পাদক, ৬ নং ওয়ার্ডে আব্দুল বারিকে সভাপতি ও ফিদু শেখকে সাধারণ সম্পাদক, ৭ নং ওয়ার্ডে ওহিদুজ্জামান দিপুকে সভাপতি ও শফিদুল ইসলাম গাইন কে সাধারণ সম্পাদক এবং ৮ নং ওয়ার্ডের ইসমাঈল হোসেন ইচু কে সভাপতি ও কাবিদুল ইসলাম কে সাধারণ সম্পাদক এবং ৯ নং ওয়ার্ডে আশকার আলিকে

সভাপতি ও হাবিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে সর্বসম্মতিক্রমে এই ৫টি ওয়ার্ডের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

ঝিনাইদহে চাঞ্চল্যকর চাচা হত্যা মামলার প্রধান আসামী গ্রেফতার

ঝিনাইদহ হতে চাঞ্চল্যকর চাচা হত্যা মামলার প্রধান আসামী ভাতিজা শহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

মঙ্গলবার বিকালে র্যাবের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার প্রধান আসামী ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার কোদালিয়া এলাকায় অবস্থান করছে।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে আভিযানিক দলটি একই দিন ২টার দিকে ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার কোদালিয়া গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে চাঞ্চল্যকর ভাতিজার হাতে চাচা হত্যা মামলার প্রধান আসামী একই উপজেলার জাদবপুর গ্রামের মৃত নিয়ামত আলীর ছেলে মোঃ শহিদুল ইসলাম
(৪৩) কে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত হত্যাকান্ডের সাথে সে জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেন।

উল্লেখ্য যে, গত ১০ জানুয়ারি ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার যাদবপুর এলাকায় জমিজমা নিয়ে বিরোধের জের ধরে ভাতিজা শহিদুল ইসলাম এর কোদালের আঘাতে আওলাদ হোসেন (৭০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়।

এ বিষয়ে ভিকটিমের ছেলে-সাব্দার রহমান (৪৪) বাদী হয়ে ঝিনাইদহ জেলার সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। উক্ত ঘটনাটি বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

ঘটনার বিষয়ে র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল ছায়া

তদন্ত শুরু করে এবং আসামী গ্রেফতারের লক্ষ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রাখে। গ্রেফতারকৃত আসামীকে ঝিনাইদহ সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি। “ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ন্যায্যতা” এই প্রতিপাদ্যে হসভায় ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল,তৈল সহ যাবতীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়ের উপর আলোচনা করা হয়।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শীলা বেগমের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন, সাংবাদিক এসএম রায়হান উদ্দীন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম প্রমূখ।

এসময় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, পৌর আ.লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর, সধারণ সম্পদক রিপন মন্ডলসহ নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।